অর্থনীতি

অর্থনীতি প্রথম পত্র

প্রথম পত্র
অধ্যায় ১

মৌলিক অর্থনীতি সমস্যা এবং এর সমাধান

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ☑ অর্থনীতি এক ধরনের– সামাজিক বিজ্ঞান।
- ☑ মানুষের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা হলো– দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন।
- ☑ অর্থনীতিতে দুষ্প্রাপ্যতা হলো– সম্পদের স্বল্পতা বা অপ্রাচুর্যতা।
- ☑ সম্পদ হলো– দ্রব্য সামগ্রী, ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন।
- ☑ সীমিত সম্পদ দিয়ে অসীম অভাব পূরণের জন্য মানুষকে যে কয়টি বিষয়ে নির্বাচন করতে হয়– তিনটি।
- ☑ মানুষের অভাব অসীম কিন্তু অভাব পূরণের উপকরণ– সীমিত।
- ☑ একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য অপর দ্রব্যের উৎপাদন যতটুকু ছেড়ে দিতে হয় তাই হলো– সুযোগ ব্যয়।
- ☑ মানব জীবনের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের কর্মপর্যায় – চারটি।
- ☑ মানুষের সকল কর্মপ্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য হলো– অভাব পূরণ।
- ☑ অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রথম পর্যায় হলো– উৎপাদন।
- ☑ অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের শেষ পর্যায় হলো– ভোগ।
- ☑ দ্রব্য ভোক্তার কতটুকু অভাব পূরণ করবে তা নির্ভর করে– বণ্টনের ওপর।
- ☑ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সবকিছুর নির্ধারক– স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা বা মূল্য।
- ☑ যে ধরনের অর্থব্যবস্থায় ভোক্তার স্বাধীনতা সর্বাধিক স্বীকৃত– ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায়।
- ☑ ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় যে 'অদৃশ্য হস্ত' সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে তার নাম– দাম ব্যবস্থা।
- ☑ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সকল সম্পদের মালিক– রাষ্ট্র।
- ☑ যে অর্থনীতিতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ পাশাপাশি অবস্থান করে তাকে বলে– মিশ্র অর্থনীতি।
- ☑ যে অর্থ ব্যবস্থায় সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে– মিশ্র অর্থ ব্যবস্থায়।
- ☑ বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদকাল– ১৯৭৩-৭৮।
- ☑ বাংলাদেশ সরকার জাতীয়করণ নীতি গ্রহণ করে– ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে।
- ☑ যে অর্থনীতি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা নিয়ে আলোচনা করে তাকে বলে– 'ব্যষ্টিক অর্থনীতি'।
- ☑ যে অর্থনীতি,অর্থব্যবস্থার সামগ্রিক বিশ্লেষণ প্রদান করে তা হলো– সামষ্টিক অর্থনীতি।
- ☑ Macro (ম্যাক্রো) শব্দটির অর্থ হলো– বৃহৎ বা বড়।
- ☑ কোন দশকে বাংলাদেশ মিশ্র অর্থ ব্যবস্থায় প্রবেশ করে– আশির দশকে।
- ☑ এডাম স্মিথ অর্থনীতি সম্পর্কে যেগ্রন্থে আলোচনা করেছেন– 'Wealth of Nations'।
- ☑ এডাম স্মিথ অর্থনীতিকে বলেছেন- সম্পদের বিজ্ঞান।

তত্ত্ব	প্রবক্তা/জনক
আধুনিক ম্যাক্রো-ইকোনমিক তত্ত্ব	জে.এম.কেইনস
লেইসে ফেয়ার নীতি	অ্যাডাম স্মিথ
আধুনিক অর্থনীতি	পল স্যামুয়েলসন
দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র	র‍্যাগনার নার্কাস
প্রান্তিক উপযোগ তত্ত্ব	অধ্যাপক মার্শাল
বিশ্বগ্রাম	মার্শাল ম্যাকলুহান

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. অর্থনীতির জনক কে?
ⓚ জন মেনার্ড কেইনস ⓚ অ্যাডাম স্মিথ
ⓖ কাল মার্কস ⓖ টমাস ম্যালথাস
উ: খ

০২. সর্বপ্রথম অর্থনীতির ধারণা দেন কে?
ক) এ্যাডাম স্মিথ খ) ম্যালথাস
গ) এরিস্টটল ঘ) এল রবিন্স
উ: গ

০৩. আধুনিক অর্থনীতির জনক–
ক) অ্যাডাম স্মিথ খ) স্যামুয়েলসন
গ) র‍্যাগনার ফ্রিশ ঘ) অমর্ত্য সেন
উ: খ

০৪. 'সামাজিক চয়ন তত্ত্বের' প্রবক্তা হলেন–
ক) অধ্যাপক মার্শাল খ) অমর্ত্য সেন
গ) পল স্যামুয়েলসন ঘ) এ্যাডাম স্মিথ
উ: খ

০৫. 'Wealth of Nations' গ্রন্থের লেখক কে?
ক) ড. মুহম্মদ ইউনূস খ) টিনবার জেন
গ) এ্যাডাম স্মিথ ঘ) এল. রবিন্স
উ: গ

০৬. অমর্ত্য সেন কত সালে নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন?
ক) ১৯৯২ সাল খ) ১৯৯৫ সাল
গ) ১৯৯৮ সাল ঘ) ১৯৯৭ সাল
উ: গ

০৭. কত সাল থেকে অর্থনীতিতে নোবেল পুরষ্কার প্রবর্তন করা হয়?
ক) ১৯০১ সাল খ) ১৯৫৯ সাল
গ) ১৯৬৯ সাল ঘ) ১৯৭৯ সাল
উ: গ

০৮. কোন অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না?
ক) ধনতান্ত্রিক খ) মিশ্র
গ) সমাজতান্ত্রিক ঘ) ইসলামি
উ: গ

০৯. অভাবসমূহ একে অপরের–
ক) সম্পূরক খ) পরিপূরক
গ) বিরোধী ঘ) কোনোটিই নয়
উ: খ

১০. কোন ধরনের অর্থ ব্যবস্থায় ভোক্তার নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা বিরাজমান?
ক) সমাজতান্ত্রিক খ) মিশ্র অর্থ ব্যবস্থায়
গ) ইসলামি ঘ) পুঁজিবাদী
উ: ক

১১. অর্থনীতিকে সামাজিক বিজ্ঞান বলেছেন–
ক) স্যামুয়েলসন খ) অমর্ত্য সেন
গ) অধ্যাপক মার্শাল ঘ) অ্যাডাম স্মিথ
উ: গ

১২. অর্থনীতিতে প্রথম নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী হলেন–
ক) র‍্যাগনার ফ্রেশ ও টিনবার জেন খ) পল স্যামুলেসন ও অমর্ত্য সেন
গ) এ্যাডাম স্মিথ ও মার্শাল ঘ) ম্যালথাস ও এল. রবিন্স
উ: ক

১৩. অর্থনীতিতে নোবেল জয়ী প্রথম নারী কে?
ক) এলিনর অসট্রোম খ) এ্যাঞ্জেলা মরকেল
গ) শিরীন এবাদী ঘ) মাদাম কুরী
উ: ক

CamScanner

প্রথম পত্র
অধ্যায় ২

ভোক্তা ও উৎপাদকের আচরণ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যেসব রাশি ভিন্ন ভিন্ন মান গ্রহণ করে তার নাম- চলক।
- চলক- দুই প্রকার।
- যে সকল রাশির মান সবসময় স্থির থাকে তাকে বলে- ধ্রুবক।
- চলকের সাথে ধ্রুবক ব্যবহৃত হলে তাকে কি বলে- সহগ।
- সঞ্চয় কীসের ওপর নির্ভরশীল- আয়ের ওপর।
- যে চলরাশি স্বাধীনভাবে মান গ্রহন করতে পারে তাকে বলে- স্বাধীন চলক।
- স্বাধীন চলকের মানের ওপর নির্ভরশীল রাশি- অধীন চলক।
- লেখচিত্রে অক্ষ থাকে- দুইটি।
- স্থানাঙ্কের প্রথম সংখ্যাটিকে বলে- ভুজ।
- স্থানাঙ্কের দ্বিতীয় সংখ্যাটির নাম- কোটি।
- লেখচিত্রে মূল বিন্দুর স্থানাঙ্ক- (০,০)।
- অপেক্ষক মূলত একটি- গাণিতিক সমীকরণ।
- দামের পরিবর্তনের সাথে চাহিদার পরিবর্তনের সম্পর্ক- বিপরীতমুখী।
- দামের সাথে জোগানের সম্পর্ক কেমন- সমমুখী।
- জোগান রেখার ঢাল- ধনাত্মক।
- ঢাল হলো- লম্ব ÷ ভূমি (লম্ব পরিবর্তন ÷ ভূমি পরিবর্তন = $\Delta Y/\Delta X$)।
- কোনো রেখার ঢাল অসীম হলে রেখাটি হবে- উল্লম্ব।
- রেখার ঢাল শূন্য হলে রেখাটি- ভূমির সমান্তরাল হবে।
- বক্র রেখার ঢাল নির্ণয় করতে কোনো বিন্দুতে যে সরলরেখা টানা হয় তাকে বলে- স্পর্শক।
- যে রেখার ঢাল বেশি সে রেখা- বেশি খাড়া।
- দাম ও চাহিদার মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশক বিধিকে বলে- চাহিদা বিধি।
- কোন দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদা- কমে।
- দ্রব্যের দাম কমলে চাহিদা- বাড়ে।
- দাম ও চাহিদার সম্পর্ক- বিপরীতমুখী।
- দ্রব্যের দাম বাড়লে কিছু দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে, এই সকল দ্রব্যকে বলে- গিফেন দ্রব্য।
- গিফেন দ্রব্যগুলো হলো- মোটা চাল, ডাল, আলু, মোটা কাপড়।
- চাহিদা রেখার ভিত্তি- চাহিদাসূচি।
- চাহিদা- দুই প্রকার।
- ব্যক্তিগত চাহিদার সমষ্টিই হলো- বাজার চাহিদা।
- 'ভোক্তার উদ্বৃত্ত' ধারণার প্রবক্তা- অধ্যাপক মার্শাল।
- পরিবর্তক দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম ও চাহিদার সম্পর্ক কেমন- সমমুখী।
- পরিবর্তক দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা- ধনাত্মক।
- স্বাভাবিক ও বিলাস দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা হবে- ধনাত্মক।
- নিকৃষ্ট বা গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা হবে- ঋণাত্মক।
- যেসব দ্রব্যের বিকল্প নেই তাদের চাহিদা- অস্থিতিস্থাপক।
- পরিবর্তক দ্রব্যের চাহিদারেখা- ডান দিকে উর্ধ্বগামী।
- চাহিদা রেখা সাধারণত- বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী।
- একটি দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধি পেলে অন্য দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধি পায়। এমন দ্রব্যকে বলে- পরিপূরক দ্রব্য।
- পরিপূরক দ্রব্যের আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা- ঋণাত্মক।
- দাম বৃদ্ধির ফলে চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পেলে তাকে বলে- চাহিদার সংকোচন।
- দাম পরিবর্তন ছাড়াই চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তাকে বলে- চাহিদার বৃদ্ধি।
- চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা- তিন প্রকার।
- দুটি দ্রব্যের মধ্যে কোনো সম্পর্ক না থাকলে চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা- শূন্য হয়।
- নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা- অস্থিতিস্থাপক।
- দাম পরিবর্তনের হার অপেক্ষা চাহিদার পরিবর্তনের হার বেশি হলে তাকে বলে- স্থিতিস্থাপক চাহিদা।
- চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের জন্য অধ্যাপক মার্শাল প্রণীত পদ্ধতির নাম- মোট ব্যয় পদ্ধতি।
- যোগান হলো মজুতের একটি- অংশ।
- দাম বৃদ্ধি পেলে জোগানের অবস্থা- বৃদ্ধি পায়।
- দাম ও জোগানের মধ্যকার সম্পর্ক কেমন- সমমুখী।
- দাম কমলে জোগান- কমে যায়।
- যোগান রেখার ভিত্তি- যোগান সূচি।
- অতিস্বল্পকালীন মেয়াদে জোগান কেমন হয়- অস্থিতিস্থাপক।
- দীর্ঘমেয়াদে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা কেমন হয়- বেশি হয়।
- জোগান রেখা সাধারণত হয়- বাম দিক থেকে ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. যে সকল রাশি ভিন্ন ভিন্ন সাংখ্যিক মান গ্রহণ করতে পারে তাকে কী বলে?
ক) অপেক্ষক খ) চলক
গ) ধ্রুবক ঘ) সূচি
উ. খ

০২. ধ্রুবক কী ধরনের রাশি?
ক) চলমান খ) স্থির
গ) পশ্চাদাভিমুখী ঘ) কোনোটিই না
উ. খ

০৩. চলককে কী দ্বারা প্রকাশ করা হয়?
ক) ১, ২, ৩ দ্বারা খ) a, b, c, d দ্বারা
গ) x, y, z দ্বারা ঘ) সবগুলোই
উ. গ

০৪. অন্য রাশির মানের পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও যে রাশির মানের পরিবর্তন হয় না তাকে কী বলে?
ক) ধ্রুবক খ) অপেক্ষক গ) চলক ঘ) সূচি
উ. ক

০৫. ধ্রুবককে কী দ্বারা প্রকাশ করা হয়?
ক) ১, ২, ৩ দ্বারা খ) a, b, c, d দ্বারা
গ) x, y, z দ্বারা ঘ) সবগুলোই
উ. খ

০৬. সঞ্চয় একটি —— অর্থনৈতিক চলক। শূন্যস্থানে কোনটি বসবে?
ক) স্বাধীন খ) অধীন
গ) সামষ্টিক ঘ) ব্যষ্টিক
উ. গ

০৭. দুই বা ততোধিক চলকের নির্ভরতার সম্পর্ক প্রকাশ করার গাণিতিক মাধ্যমকে বলে?
ক) চলক রাশি খ) ধ্রুব রাশি
গ) অপেক্ষক ঘ) জোগান বিধি
উ. গ

০৮. চলক কত প্রকার?
ক) ২ প্রকার খ) ৩ প্রকার
গ) ৪ প্রকার ঘ) ৫ প্রকার
উ. ক

০৯. যে চলক স্বাধীনভাবে মান গ্রহণ করতে পারে তাকে কী বলে?
ক) স্বাধীন চলক খ) অধীন চলক
গ) নির্ভরশীল চলক ঘ) অপেক্ষমান চলক
উ. ক

১০. $D = f(P)$ অপেক্ষকটিতে কোনটি স্বাধীন চলক?
ক) D (চাহিদা) খ) f (ফাংশন)
গ) P (দাম) ঘ) কোনোটিই না
উ. গ

১১. স্বাধীন ও অধীন চলকের সম্পর্ক জ্যামিতিক আকারে প্রকাশ করা হলে তাকে কী বলে?
ক) অপেক্ষক খ) লেখচিত্র
গ) ধ্রুবক ঘ) চলক সূচি
উ. খ

CamScanner

১২. লেখ চিত্রে স্থানাঙ্কে দ্বিতীয় সংখ্যাকে কী বলে?
ⓚ ভুজ ⓚ কোটি ⓖ কেন্দ্র ⓖ অক্ষ
(ক) ভুজ (খ) কোটি (গ) কেন্দ্র (ঘ) অক্ষ — উ: খ

১৩. স্বাধীন চলক ও অধীন চলকের ঘাত এককের চেয়ে কম হলে তাকে কী বলে?
(ক) একঘাত সমীকরণ (খ) এককের কম ঘাত
(গ) দ্বিঘাত সমীকরণ (ঘ) বহুঘাত সমীকরণ — উ: ক

১৪. জোগান ও দামের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক প্রকাশ করে–
(ক) দ্রব্যের দাম (খ) দ্রব্যের জোগান
(গ) জোগান রেখা (ঘ) বিক্রেতা — উ: গ

১৫. চাহিদা রেখার ঢাল কেমন হয়?
(ক) ধনাত্মক (খ) ঋণাত্মক
(গ) সমান (ঘ) আনুভূমিক — উ: খ

১৬. জোগান রেখার ঢাল কেমন হয়?
(ক) ধনাত্মক (খ) ঋণাত্মক
(গ) খাড়া (ঘ) আনুভূমিক — উ: ক

১৭. কোন রেখার ঢাল শূন্য হলে রেখাটি ভূমি অক্ষের সাথে–
(ক) উলম্ব হবে (খ) সমান্তরাল হবে
(গ) বক্রাকার হবে (ঘ) কোনোটিই নয় — উ: খ

১৮. একঘাত বিশিষ্ট সমীকরণ থেকে যে লেখচিত্র পাওয়া যায় তা — হয়।
(ক) বক্রাকার (খ) বৃত্তাকার
(গ) ত্রিভুজাকার (ঘ) সরলরেখা — উ: ঘ

১৯. কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ক্রেতার দ্রব্য ক্রয় করার ইচ্ছা ও সামর্থ্যকে কী বলে?
(ক) জোগান (খ) চাহিদা
(গ) স্থিতিস্থাপকতা (ঘ) দাম — উ: খ

২০. দাম বাড়লে চাহিদা–
(ক) বাড়ে (খ) কমে
(গ) সমান থাকে (ঘ) ব্যাপক বাড়ে — উ: খ

২১. চাহিদা রেখার ভিত্তি কোনটি?
(ক) জোগান রেখা (খ) চাহিদা বিধি
(গ) দ্রব্যের দাম (ঘ) চাহিদা সূচি — উ: ঘ

২২. ভোক্তার উদ্বৃত্ত ধারণাটি কার?
(ক) অধ্যাপক বেনহাম (খ) অমর্ত্য সেন
(গ) অধ্যাপক মার্শাল (ঘ) স্যামুয়েলসন — উ: গ

২৩. কোনো দ্রব্যের মোট বিক্রয়যোগ্য পরিমাণকে কী বলে?
(ক) চাহিদা (খ) জোগান
(গ) মজুত (ঘ) দাম — উ: গ

২৪. সাধারণভাবে দাম বাড়লে জোগান–
(ক) বাড়ে (খ) কমে
(গ) স্থির থাকে (ঘ) কোনোটিই নয় — উ: ক

২৫. জোগানের স্থিতিস্থাপকতা কয় ধরনের?
(ক) তিন (খ) চার
(গ) পাঁচ (ঘ) ছয় — উ: গ

২৬. বিক্রেতা যে সর্বনিম্ন মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করতে চায় তাকে কী বলে?
(ক) চাহিদা মূল্য (খ) প্রান্তিক মূল্য
(গ) প্রকৃত মূল্য (ঘ) জোগান মূল্য — উ: ঘ

২৭. একটি দ্রব্যের সর্বোচ্চ মূল্যকে কী বলে?
(ক) জোগান দাম (খ) চাহিদা দাম
(গ) মোট দাম (ঘ) প্রকৃত দাম — উ: খ

প্রথম পত্র

অধ্যায় ৩

উৎপাদন, উৎপাদন ব্যয় ও আয়

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ☑ অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপকরণ চার প্রকার যথা– ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদগন উপাদানের পঞ্চম উপাদান হিসেবে প্রযুক্তিকে চিহ্নিত করেন।
- ☑ উৎপাদনের সবচেয়ে গতিশীল উপাদান– শ্রম।
- ☑ উৎপাদনের যাবতীয় ঝুঁকি বহন করে– সংগঠন।
- ☑ উৎপাদন অপেক্ষক হলো, $Q = f(L,K)$
- ☑ অর্থনীতিতে উৎপাদন বলতে বোঝায়– উপযোগ সৃষ্টি।
- ☑ কোনো দ্রব্যের প্রতি এককের মূল্যই হলো– গড় আয়।
- ☑ কোনো উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করে ফার্ম যে পরিমাণ অর্থ লাভ করে তাকে বলা হয়– মোট আয়।
- ☑ কোনো দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক বিক্রি করে যে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায় তাকে বলা হয়– প্রান্তিক আয়।
- ☑ গড় ব্যয় পাওয়া যায়– মোট ব্যয় (TC) কে দ্রব্যের পরিমাণ Q দ্বারা ভাগ করে।
- ☑ কোনো ফার্মের ব্যবহৃত উপকরণ এবং বস্তুগত উৎপাদনের মধ্যকার কারিগরি সম্পর্ককে বলা হয়– উৎপাদন আপেক্ষক।
- ☑ TVC ও TFC এর সমষ্টিকে বলা হয়– TC।
- ☑ AC রেখার আকৃতি হলো– U আকৃতি।
- ☑ প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য হলে মোট উৎপাদন– সর্বোচ্চ হয়।
- ☑ উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ হলো– শ্রম।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. পরিবর্তনশীল উপকরণের এক একক বৃদ্ধির ফলে মোট উৎপাদনের যে পরিবর্তন ঘটে, তাকে কী বলে?
(ক) প্রান্তিক উৎপাদন (খ) মোট উৎপাদন
(গ) প্রান্তিক আয় (ঘ) গড় উৎপাদন — উ: ক

০২. যদি মোট উৎপাদন হ্রাস পায় তবে প্রান্তিক উৎপাদন–
(ক) ঋণাত্মক হয় (খ) শূন্য হয়
(গ) হ্রাস পায় (ঘ) বৃদ্ধি পায় — উ: ক

০৩. উৎপাদনের যে অংশ পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়, তাকে কী বলে?
(ক) ভূমি (খ) শ্রম
(গ) মূলধন (ঘ) সংগঠন — উ: গ

০৪. উৎপাদনের উপকরণ কয়টি?
(ক) ১ (খ) ২
(গ) ৩ (ঘ) ৪ — উ: ঘ

০৫. সঞ্চয় কোন উপকরণের উৎস?
(ক) ভূমি (খ) শ্রম
(গ) মূলধন (ঘ) সংগঠন — উ: গ

CamScanner

০৬. সময়ের ভিত্তিতে উৎপাদন ব্যয়কে কত প্রকার?
ⓚ ২ প্রকার ⓚ ৩ প্রকার
ⓖ ৪ প্রকার ⓖ ৫ প্রকার
উ: ক

০৭. স্থির ব্যয়কে কী ব্যয় বলে?
ⓚ প্রারম্ভিক ব্যয় ⓚ মৌলিক ব্যয়
ⓖ পরিপূরক ব্যয় ⓖ পরিবর্তনশীল ব্যয়
উ: গ

০৮. দীর্ঘকালীন AC রেখার আকৃতি কেমন?
ⓚ U আকৃতির ⓚ ইনভেলাপ আকৃতির
ⓖ V আকৃতির ⓖ > আকৃতির
উ: খ

০৯. অসংখ্য ক্রেতা -বিক্রেতার বাজারে প্রান্তিক আয় রেখার আকৃতি কেমন হবে?
ⓚ ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী ⓚ মৌলিক ব্যয়
ⓖ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল ⓖ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল
উ: ঘ

১০. দ্রব্যের প্রতি একক বিক্রয় করে বিক্রেতা যে আয় পায় তাকে কী বলে?
ⓚ প্রান্তিক আয় ⓚ গড় আয়
ⓖ মোট আয় ⓖ মোট মুনাফা
উ: খ

১১. কোনো দ্রব্যের বিক্রয় এক একক বাড়ালে মোট আয় যতটুকু বাড়ে তাকে কী বলে?
ⓚ গড় আয় ⓚ মোট আয়
ⓖ প্রান্তিক আয় ⓖ প্রান্তিক বিনিয়োগ
উ: গ

১২. মোট আয়ের পরিবর্তনকে মোট উৎপাদনের পরিবর্তনের মান দিয়ে ভাগ করলে কী পাওয়া যায়?
ⓚ প্রান্তিক আয় ⓚ আয়
ⓖ দাম ⓖ মোট রাজস্ব
উ: ক

১৩. উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে যে ব্যয় বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় তাকে কী বলে?
ⓚ মোট আয় ⓚ স্থির ব্যয়
ⓖ গড় ব্যয় ⓖ পরিবর্তনশীল ব্যয়
উ: ঘ

১৪. উৎপাদনের স্থিরস্থায়ী উপাদান হলো–
ⓚ ভূমি ⓚ শ্রম
ⓖ মূলধন ⓖ সংগঠন
উ: ক

১৫. প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের অবস্থার পরিবর্তন বা রূপান্তর করে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করাকে কী বলে?
ⓚ সম্পদ ⓚ উৎপাদন
ⓖ উপকরণ ⓖ মোট আয়
উ: খ

১৬. উৎপাদন ব্যয় কোনটির ওপর নির্ভরশীল?
ⓚ মুনাফা ⓚ বাজার
ⓖ উৎপাদন ⓖ উপকরণ
উ: গ

১৭. উৎপাদন ব্যবস্থায় উপকরণ নিয়োগের হার অপেক্ষা উৎপাদন কম হারে পরিবর্তিত হলে তাকে কীরূপ মাত্রাগত উৎপাদন বিধি বলে?
ⓚ ক্রমবর্ধমান ⓚ ক্রমহ্রাসমান
ⓖ স্থির ⓖ সমানুপাতিক
উ: খ

১৮. উৎপাদনের কোন উপকরণটি জীবন্ত?
ⓚ ভূমি ⓚ শ্রম
ⓖ মূলধন ⓖ সংগঠন
উ: খ

অধ্যায় ৪

বাজার

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ☑ সাধারণ অর্থে বাজার বলতে– পণ্য কেনা- বেচার নির্দিষ্ট স্থানকে বোঝায়।
- ☑ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দামে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হলে তাকে বলে– বাজার।
- ☑ সময়ের ভিত্তিতে বাজার কত প্রকার– চার প্রকার।
- ☑ অতিস্বল্পকালীন বাজারের পণ্য হলো– মাছ, দুধ, শাকসবজি।
- ☑ কোন ধরনের বাজারে চাহিদা ও জোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় থাকে– দীর্ঘকালীন বাজার।
- ☑ আয়তনের দিক থেকে বাজার– তিন প্রকার।
- ☑ আয়তনের ভিত্তিতে বাজারগুলো হলো– স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার।
- ☑ যেসব দ্রব্যের বাজার নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাকে বলে– স্থানীয় বাজার।
- ☑ কোনটি স্থানীয় বাজারের পণ্য– মাছ, ডিম ও শাক ও সবজি।
- ☑ যেসব দ্রব্যের বাজার দেশজুড়ে বিস্তৃত থাকে তাকে বলে– জাতীয় বাজার।
- ☑ আন্তর্জাতিক বাজারের পণ্য– পাট, চা, স্বর্ণ ও রূপা।
- ☑ প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজার কয় প্রকার– দুই প্রকার।
- ☑ যে বাজারে অধিক সংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে তাকে বলে– পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার।
- ☑ যে বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা কম তাকে বলে– অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার।
- ☑ যে বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা থাকে তাকে বলে– একচেটিয়া বাজার।
- ☑ কোনো বাজারে বহুসংখ্যক বিক্রেতা যখন একই জাতীয় কিন্তু পৃথকীকৃত দ্রব্য বিক্রয় করে তখন তাকে বলে– একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজার।
- ☑ মুষ্টিমেয় সংখ্যক উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যখন একটি দ্রব্য উৎপাদন ও সরবরাহ করে তখন তাকে বলে– অলিগোপলি বাজার।
- ☑ কোনো পণ্যের জোগান দুজন মাত্র বিক্রেতা নিয়ন্ত্রণ করলে তাকে কি ধরনের বাজার বলে– ডুয়োপলি বাজার।
- ☑ অধিক বিক্রেতা ও একজন ক্রেতা থাকলে তা কি ধরনের বাজার বলে– মনোপসনি বাজার।
- ☑ কোনো বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা ও একজন মাত্র ক্রেতা থাকলে তাকে বলে– দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার।
- ☑ শ্রমিকের মজুরি, জমির খাজনা, মূলধনের সুদ বাবদ যে অর্থ ব্যয় করে তা– মোট ব্যয়।
- ☑ মোট ব্যয়ের অংশ– ২টি।
- ☑ কোনো দ্রব্যের প্রতি এককের উৎপাদন ব্যয়কে বলে– গড় ব্যয়।
- ☑ গড় ব্যয় রেখার আকৃতি– U আকৃতির।
- ☑ উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে গড় স্থির ব্যয়– হ্রাস পায়।
- ☑ কোনো দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক উৎপাদন করতে গেলে যে ব্যয় হয় তাকে কি বলে– প্রান্তিক ব্যয়।
- ☑ গড় ব্যয় যখন সর্বনিম্ন হয় প্রান্তিক ব্যয় তখন– গড় ব্যয়ের সমান।
- ☑ কোনো নির্দিষ্ট সময় কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য বিক্রি করে বিক্রেতা যে পরিমাণ অর্থ আয় করে তাকে বলে– মোট আয়।
- ☑ কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মোট আয়কে মোট বিক্রয়ের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায়– গড় আয়।
- ☑ কোনো ফার্মের গড় আয় নির্দেশক রেখাকে বলে– চাহিদা রেখা বা দাম রেখা।
- ☑ বিক্রয়ের পরিমাণ এক একক বাড়লে মোট আয় যে পরিমাণ বাড়ে তাকে বলে– প্রান্তিক আয়।
- ☑ প্রান্তিক আয়ের সূত্রটি– $MR = f(\Delta TR/\Delta Q)$.

CamScanner

- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ভারসাম্যের শর্ত, P = AR = MR
- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে,
  স্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হলে, P = AC
  অতিরিক্ত মুনাফা অর্জিত হলে, P > AC
  ক্ষতির সম্মুখীন হলে, AC < P < AVC
- MR রেখার উপরে AR রেখা অবস্থান করে- একচেটিয়া বাজারে।
- একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের জনক- এডওয়ার্ড হেস্টিংস চেম্বারলিন।
- নির্দিষ্ট সংখ্যক ফার্মের মাধ্যমে বাজারে দামের উপর প্রভাব ফেলতে পারে- অলিগোপলি বাজার।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. পরিপূরক দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে মূল দ্রব্যের চাহিদা-
(ক) বৃদ্ধি পায় (খ) হ্রাস পায়
(গ) অপরিবর্তিত থাকে (ঘ) কোনোটিই নয় উ. (খ)

০২. কোন বাজার ব্যবস্থায় নতুন ফার্মের প্রবেশাধিকার নেই?
(ক) একচেটিয়া বাজার (খ) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার
(গ) একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার (ঘ) উপরের কোনোটিই নয় উ. (ক)

০৩. নিচের কোনটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্য নয়?
(ক) অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা (খ) পণ্য বৈচিত্র্য
(গ) অবাধ প্রবেশ প্রক্রিয়া (ঘ) দাম প্রান্তিক ব্যয়ের সমান উ. (খ)

০৪. 'অর্থনীতিতে সরকারের কোনো ভূমিকাই থাকা ঠিক না' কে বলেছেন?
(ক) ড. ইউনূস (খ) অমর্ত্য সেন
(গ) ফ্রিডম্যান (ঘ) কেইনস উ. (গ)

০৫. বাজারকে যখন সীমিত সংখ্যক প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে, এমন বাজারকে বলে-
(ক) একচেটিয়া বাজার (খ) প্রতিযোগিতা মূলক বাজার
(গ) অলিগোপলি বাজার (ঘ) মোনপসনিস্টিক বাজার উ. (গ)

০৬. কোন বাজারে দাম = প্রান্তিক ব্যয়?
(ক) একচেটিয়া বাজার (খ) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার
(গ) অলিগোপলি বাজার (ঘ) মনোপসনি বাজার উ. (খ)

০৭. কোনো দ্রব্যের বিনিময় মূল্যকে কী বলে?
(ক) দ্রব্যের মান (খ) দ্রব্যের উপযোগিতা
(গ) দ্রব্যের দাম (ঘ) কোনোটিই নয় উ. (গ)

০৮. কোনটি বাজারের বৈশিষ্ট্য?
(ক) ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে দরকষাকষি (খ) বিক্রয়যোগ্য একাধিক দ্রব্য
(গ) ক্রেতা ও বিক্রেতা (ঘ) সবগুলোই উ. (ঘ)

০৯. আয়তন বা পরিধি অনুসারে বাজার কত প্রকার?
(ক) ২ প্রকার (খ) ৩ প্রকার
(গ) ৪ প্রকার (ঘ) ৫ প্রকার উ. (খ)

১০. কোনটি আন্তর্জাতিক বাজারের পণ্য?
(ক) সবজি (খ) স্বর্ণ
(গ) দেশি শাড়ি (ঘ) ডিম উ. (খ)

১১. অতিস্বল্পকালীন বাজারের স্থায়িত্ব কত?
(ক) কয়েক দিন (খ) কয়েক মাস
(গ) কয়েক ঘণ্টা (ঘ) ক ও খ উ. (গ)

১২. কোন বাজারে চাহিদা ও জোগান বাড়ানো যায় না?
(ক) স্বল্পকালীন (খ) অতি স্বল্পকালীন
(গ) দীর্ঘকালীন (ঘ) অতি দীর্ঘকালীন উ. (খ)

১৩. কোন ধরনের বাজারে স্বল্পসংখ্যক ক্রেতা-বিক্রেতা থাকে?
(ক) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার (খ) অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার
(গ) একচেটিয়া বাজারে (ঘ) দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজারে উ. (খ)

১৪. কোন ধরনের বাজারে ভোক্তার কাঙ্ক্ষিত সর্বাধিক উদ্বৃত্ত?
(ক) পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার (খ) দ্বৈতাধিকারী বাজার
(গ) অলিগোপলি বাজার (ঘ) মনোপসনি বাজার উ. (ক)

১৫. স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখা ---- হয়।
(ক) U আকৃতির (খ) L আকৃতির
(গ) S আকৃতির (ঘ) এটি সরলরেখা উ. (ক)

১৬. 'বাজার বলতে কোনো স্থানকে বুঝায় না, বরং এক বা একাধিক দ্রব্যকে বোঝায় যা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় হয়।' উক্তিটি কার?
(ক) এডওয়ার্ড সিম্পসন (খ) মার্শাল
(গ) চ্যাপম্যান (ঘ) কুর্নো উ. (গ)

১৭. কোন বাজারকে দাম নির্ধারক বলা হয়?
(ক) স্থানীয় বাজার (খ) একচেটিয়া বাজার
(গ) আন্তর্জাতিক বাজার (ঘ) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার উ. (খ)

১৮. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের প্রবক্তা কে?
(ক) এল. রবিন্স (খ) অধ্যাপক চ্যাপম্যান
(গ) ই. এইচ. চেম্বারলিন (ঘ) কেনেস উ. (গ)

১৯. দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্য এলাকা কী নামে পরিচিত?
(ক) সাফটা (খ) সাপটা
(গ) বিমসটেক (ঘ) আসিয়ান উ. (ক)

২০. বাংলাদেশ কত সালে SAFTA চুক্তিতে স্বাক্ষর করে?
(ক) ২০০৪ সালে (খ) ২০০৫ সালে
(গ) ১৯৯৩ সালে (ঘ) ১৯৯৫ সালে উ. (ক)

২১. বাংলাদেশ কত সালে SAPTA চুক্তিতে স্বাক্ষর করে?
(ক) ১৯৯৩ সালে (খ) ১৯৯৫ সালে
(গ) ২০০৪ সালে (ঘ) ২০০৬ সালে উ. (ক)

প্রথম পত্র
অধ্যায় ৫

শ্রম বাজার

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সাধারণ অর্থে মজুরি- শ্রমিকের পারিশ্রমিক।
- উৎপাদনের উপাদান হিসেবে কোনো শ্রমিক উৎপাদনে যে সেবার জোগান দেয় তার দামকে বলে- মজুরি।
- মজুরিকে 'শ্রমের দাম' হিসেবে অভিহিত করেছেন- অর্থনীতিবিদ সোলসম্যান।
- চুক্তি অনুসারে নিয়োগ কর্তা শ্রমিককে শ্রমের বিনিময়ে যে অর্থ প্রদান করে তাকে মজুরি বলে' উক্তিটি করেছেন- অধ্যাপক বেনহাম।
- এক দিন বা এক সপ্তাহে একজন শ্রমিকের যে মজুরি দেওয়া হয় তাকে বলে- সময়ভিত্তিক মজুরি।
- নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজের জন্য যে মজুরি দেওয়া হয় তাকে বলে- কর্মভিত্তিক মজুরি।
- মজুরি দেওয়ার পদ্ধতি অনুসারে মজুরিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়- দুইভাগে।
- সাধারণভাবে মজুরি কয় প্রকার- ২ প্রকার।
- কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজের জন্য শ্রমিক যে পরিমাণ অর্থ পায় তাকে বলে- আর্থিক মজুরি।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- ☑ কোনো শ্রমিক তার আর্থিক মজুরি দিয়ে যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করতে পারে তাকে বলে- প্রকৃত মজুরি।
- ☑ কোনো শ্রমিক ধনী না গরিব তার মাপকাঠি হলো- প্রকৃত মজুরি।
- ☑ 'কোনো শ্রমিক ধনী বা দরিদ্র, কম বা বেশি মজুরি পায়, তার বিচার আর্থিক মজুরি অনুপাতে হয় না, বরং প্রকৃত মজুরির অনুপাতে হয়' বলেছেন- এ্যাডাম স্মিথ।
- ☑ ভিন্ন ভিন্ন পেশায় নিযুক্ত শ্রমিকদের একইরূপ কর্ম ক্ষমতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মজুরি হারে পার্থক্য থাকলে তাকে বলে- মজুরির উলম্ব তারতম্য।
- ☑ একই পেশায় নিযুক্ত শ্রমিকের দক্ষতার তারতম্যের কারণে মজুরির হারের পার্থক্য থাকলে তাকে বলে- অনুভূমিক তারতম্য।
- ☑ 'প্রকৃতপক্ষে শ্রমের বাস্তব বাজার পূর্ণপ্রতিযোগিতার আদর্শ মডেল হতে বিচ্যুত এবং এর ফলে মজুরির পার্থক্য টিকে থাকে।' বলেছেন- পল স্যামুয়েলসন।
- ☑ শ্রমিকগণ নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে তাকে বলে- শ্রমিক সংঘ।
- ☑ বাংলাদেশের শ্রমিক সংঘের অবস্থা- দুর্বল।
- ☑ প্রকৃত মজুরি (W_R)= $\frac{W + AB}{P}$

এখানে, W = আর্থিক মজুরি

AB = অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যা অর্থ দ্বারা পরিমাপযোগ্য

P = দামস্তর

- ☑ শ্রমের দক্ষতা = উৎপাদনের পরিমাণ/ সময়
- ☑ মজুরি নির্ধারণের শর্ত, $D_L = S_L$

D_L = শ্রমের চাহিদা

S_L = শ্রমের যোগান

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. সাধারণ অর্থে মজুরি কী?
ⓚ টাকা-পয়সা ⓑ গহনা
ⓖ খাদ্যদ্রব্য ⓘ শ্রমের মূল্য
উ: ঘ

০২. মজুরিকে 'শ্রমের দাম' হিসেবে অভিহিত করেন কে?
ⓚ অধ্যাপক মার্শাল ⓑ অধ্যাপক টিনবারজেন
ⓖ অধ্যাপক সেলিগ-ম্যান ⓘ অধ্যাপক এল. রবিন্স
উ: গ

০৩. "চুক্তি অনুসারে নিয়োগ কর্তা শ্রমিককে শ্রমের বিনিময়ে যে অর্থ প্রদান করে তাকে মজুরি বলে অভিহিত করা হয়।" উক্তিটি করেছেন-
ⓚ অধ্যাপক এল রবিন্স ⓑ অধ্যাপক বেনহাম
ⓖ অর্থনীতিবিদ সেলিগম্যান ⓘ অধ্যাপক অমর্ত্যসেন
উ: খ

০৪. মজুরি দেওয়ার পদ্ধতি অনুসারে মজুরিকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
ⓚ ২ ভাগ ⓑ ৩ ভাগ
ⓖ ৪ ভাগ ⓘ ৫ ভাগ
উ: ক

০৫. সাধারণভাবে মজুরি কত প্রকার?
ⓚ ৫ ⓑ ৪
ⓖ ৩ ⓘ ২
উ: ঘ

০৬. দিন, সপ্তাহ বা মাসের ভিত্তিতে শ্রমিককে যে মজুরি দেওয়া হয় তাকে বলে-
ⓚ আর্থিক মজুরি ⓑ প্রকৃত মজুরি
ⓖ চুক্তিভিত্তিক মজুরি ⓘ সময়ভিত্তিক
উ: ঘ

০৭. কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একজন শ্রমিক তার কাজের বিনিময়ে যে পরিমাণ অর্থ পায় তাকে কী বলে?
ⓚ প্রকৃত মজুরি ⓑ আর্থিক মজুরি
ⓖ চুক্তিভিত্তিক মজুরি ⓘ বিনিময় মজুরি
উ: খ

০৮. কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক মজুরি দিয়ে শ্রমিক যে পরিমাণ দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করতে পারে তার পরিমাণকে বলে-
ⓚ প্রকৃত মজুরি ⓑ অপ্রকৃত মজুরি
ⓖ বিনিময় মজুরি ⓘ নির্ধারিত মজুরি
উ: ক

০৯. শ্রমিক ধনী না গরিব তা নির্ভর করে কোন মজুরির ওপর?
ⓚ আর্থিক মজুরি ⓑ প্রকৃত মজুরি
ⓖ চুক্তিভিত্তিক মজুরি ⓘ সময়ভিত্তিক মজুরি
উ: খ

১০. দ্রব্যের বাজার মূল্য কম হলে প্রকৃত মজুরি আর্থিক মজুরি অপেক্ষা-
ⓚ কমে যায় ⓑ বেড়ে যায়
ⓖ স্থির থাকে ⓘ শূন্য হয়
উ: খ

১১. প্রকৃত মজুরি কীসের ওপর নির্ভর করে?
ⓚ অর্থের ক্রয় ক্ষমতা ⓑ কাজের প্রকৃতি
ⓖ কাজের স্থায়িত্ব ⓘ সবগুলোই
উ: ঘ

১২. শ্রমিকগণ নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে যে স্থায়ী শ্রমিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে তাকে বলে?
ⓚ স্থায়ী সংঘ ⓑ রাজনৈতিক সংঘ
ⓖ শ্রমিক সংঘ ⓘ ক্লাব
উ: গ

১৩. একই পেশায় নিযুক্ত শ্রমিকের কর্মকুশলতা ও শিক্ষার তারতম্যের কারণে যদি মজুরির তারতম্য হয় তবে তাকে বলে-
ⓚ অনুভূমিক তারতম্য ⓑ সাধারণ তারতম্য
ⓖ উলম্ব তারতম্য ⓘ কোনোটিই নয়
উ: ক

১৪. দ্রব্যের দামের সাথে প্রকৃত মজুরি সম্পর্ক কেমন?
ⓚ বিপরীতমুখী ⓑ সমমুখী
ⓖ স্থায়ী ⓘ কোনোটিই নয়
উ: ক

১৫. মজুরির হারের সাথে কোনটির সম্পর্ক বিপরীত?
ⓚ শ্রমিক সংগঠন ⓑ সংগঠন
ⓖ মূলধন ⓘ শ্রমের চাহিদা
উ: ঘ

১৬. LFS-এর পূর্ণরূপ কী?
ⓚ Labourer Force Survey ⓑ Labour Force Survey
ⓖ Labour Foreign Survey ⓘ Labour Forces System
উ: খ

১৭. মজুরি কত প্রকার?
ⓚ ২ প্রকার ⓑ ৩ প্রকার
ⓖ ৪ প্রকার ⓘ ৫ প্রকার
উ: ক

১৮. শ্রমের মজুরি কি দ্বারা নির্ধারিত হয়?
ⓚ প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ⓑ প্রান্তিক উপযোগ
ⓖ প্রান্তিক আয় ⓘ প্রান্তিক ব্যয়
উ: ক

১৯. শ্রমের জোগান কীরূপ?
ⓚ স্থিতিস্থাপক ⓑ অস্থিতিস্থাপক
ⓖ অপরিবর্তনীয় ⓘ ক্ষণস্থায়ী
উ: খ

২০. বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজারে শ্রমের যোগান কেমন?
ⓚ চাহিদার চেয়ে কম ⓑ চাহিদার তুলনায় বেশি
ⓖ চাহিদার সমান ⓘ চাহিদার অর্ধেক
উ: খ

২১. মজুরির সাথে শ্রমের জোগানের সম্পর্ক কীরূপ?
ⓚ সমমুখী ⓑ বিপরীত
ⓖ পৌনঃপুনিক ⓘ গুণিতক
উ: ক

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

প্রথম পত্র

অধ্যায় ৬

মূলধন

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- উৎপাদনের যে অংশ পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে বলা হয়- মূলধন।
- যেসব মূলধন উৎপাদন কাজে বার বার ব্যবহার করা হলেও এর আকার-আকৃতির পরিবর্তন হয় না তাকে- স্থায়ী মূলধন বলে।
- মূলধনের স্থানান্তরকে বলা হয়- মূলধনের গতিশীলতা।
- সুদের হার কমলে মূলধন গঠনের পরিমাণ- কমবে।
- যে মূলধন কাঁচামাল ক্রয়ে ব্যবহার করা হয় তাকে- ঘূর্ণায়মান মূলধন বলে।
- জাতীয় মূলধন হলো- দেশপ্রেম, কঠোর পরিশ্রমের মনোভাব, পোস্ট অফিস ও বন্দরসমূহ।
- ভাসমান মূলধন- যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করা যায়। যেমন : বিদ্যুৎ, কয়লা ও যানবাহন।
- মূলধন যোগানের উৎস- ২টি।
- যে মূলধন একবার ব্যবহার করলেই নিঃশেষ হয়ে যায় তাকে বলে- চলতি মূলধন।
- মালিকানারভিত্তিতে মূলধনকে ভাগ করা যায়- ৪ ভাগে।
- ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ কেয়ার্নক্রস মূলধনের তিনটি রূপের কথা বলেছেন, যথা- বস্তুগত মূলধন, অর্থকরী মূলধন, ঋণ মূলধন।
- মূলধন গঠন পদ্ধতি তিন ভাবে হতে পারে, যেমন- সঞ্চয় সৃষ্টি, সঞ্চয়কে আহরণ, সঞ্চয়কে বিনিয়োগ করা।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. আয়ের সাথে সঞ্চয়ের সম্পর্ক কী?
ⓚ শূন্য ⓚ ঋণাত্মক
ⓖ অসীম ⓖ ধনাত্মক

উ: ঘ

০২. সুদের হার কমলে মূলধন গঠনের পরিমাণ?
ক) কমবে খ) বাড়বে
গ) স্থির থাকবে ঘ) শূন্য হবে

উ: ক

০৩. কীভাবে মূলধন গঠন করা যায়?
ক) ভোগের মাধ্যমে খ) সঞ্চয়ের মাধ্যমে
গ) ঋণের মাধ্যমে ঘ) ব্যয়ের মাধ্যমে

উ: খ

০৪. যে মূলধন একবার ব্যবহৃত হলে নিঃশেষ হয়ে যায় তাকে কী বলে?
ক) স্থায়ী মূলধন খ) চলতি মূলধন
গ) নিমজ্জমান মূলধন ঘ) ঘূর্ণায়মান মূলধন

উ: খ

০৫. যে মূলধন বহুদিন উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা যায় তাকে কী বলে?
ক) স্থায়ী মূলধন খ) অস্থায়ী মূলধন
গ) নিমজ্জমান মূলধন ঘ) চলতি মূলধন

উ: ক

০৬. মূলধন গঠনের প্রধান উপায় কোনটি?
ক) বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা খ) ঋণগ্রহণ
গ) সঞ্চয়ের সামর্থ্য ঘ) সঞ্চয়ের ইচ্ছা

উ: গ

০৭. ব্যবহারেরভিত্তিতে মূলধনকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
ক) ২ খ) ৩
গ) ৪ ঘ) ৫

উ: ক

০৮. কোনটি মূলধনের বৈশিষ্ট্য?
ক) জীবন্ত উপকরণ খ) অতীত শ্রমের ফল
গ) জোগান সময় সাপেক্ষ ঘ) ক্ষণস্থায়ী

উ: খ

০৯. বিদ্যুৎ, গ্যাস ও কয়লা কোন ধরনের মূলধন?
ক) নিমজ্জিত খ) ভাসমান
গ) জোগান সময় সাপেক্ষ ঘ) জাতীয়

উ: খ

১০. নিচের কোনটি সামগ্রিক মূলধনের উদাহরণ?
ক) রাইস মিল খ) রেলপথ
গ) সমুদ্রগামী জাহাজ ঘ) যন্ত্রপাতি

উ: খ

১১. কোন মূলধনের গতিশীলতা বেশি?
ক) ভাসমান খ) নিমজ্জমান
গ) ব্যক্তিগত ঘ) জাতীয়

উ: ক

১২. মূলধনের মালিকানা যখন ব্যক্তিগত পর্যায়ে থাকে তখন তাকে কোন মূলধন বলে?
ক) ব্যক্তিগত মূলধন খ) সামগ্রিক মূলধন
গ) আবদ্ধ মূলধন ঘ) অনাবদ্ধ

উ: ক

১৩. সমাজের বা জনসাধারণের মালিকানায় যে মূলধন থাকে তাকে কোন মূলধন বলে?
ক) ব্যক্তিগত মূলধন খ) সামগ্রিক মূলধন
গ) আবদ্ধ মূলধন ঘ) অনাবদ্ধ

উ: খ

১৪. 'সম্পদের পিতা হলো শ্রম আর মাতা হলো ভূমি।' – কে বলেছেন?
ক) উইলিয়াম পেটি খ) কেয়ার্নক্রস
গ) বমবাওয়ার্ক ঘ) অধ্যাপক পিগু

উ: ক

১৫. এক সময় কোনটিকে প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি বলা হতো?
ক) মূলধন খ) শ্রম
গ) বিনিয়োগ ঘ) উৎপাদন

উ: ক

১৬. শিল্পোন্নয়ন মূলত মূলধনের কীসের ওপর নির্ভরশীল?
ক) বিনিয়োগ খ) শ্রম
গ) মূলধন ঘ) উৎপাদন

উ: গ

১৭. একটি সমুদ্রগামী জাহাজ কোন ধরনের মূলধন?
ক) জাতীয় মূলধন খ) ব্যক্তিগত মূলধন
গ) সামাজিক মূলধন ঘ) স্থায়ী মূলধন

উ: ক

১৮. উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনটি উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়?
ক) জনসংখ্যা খ) বিনিয়োগ
গ) মূলধন ঘ) উৎপাদন

উ: গ

১৯. মূলধন গঠনের প্রক্রিয়া কয়টি স্তরে বিভক্ত?
ক) ২টি খ) ৩টি
গ) ৪টি ঘ) ৫টি

উ: খ

২০. সরকারের কোন নীতি জনসাধারণের সঞ্চয় অভ্যাসকে প্রভাবিত করে?
ক) করনীতি খ) ভোগনীতি
গ) ভরতুকি নীতি ঘ) উৎপাদন

উ: ক

২১. কেয়ার্নক্রস মূলধনের কয়টি রূপ উল্লেখ করেন?
ক) ২টি খ) ৩টি
গ) ৪টি ঘ) ৫টি

উ: খ

২২. সকল ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক/যৌথ মূলধনের সমষ্টি কোন মূলধন?
ক) ব্যক্তিগত মূলধন খ) সামগ্রিক মূলধন
গ) আবদ্ধ মূলধন ঘ) জাতীয় মূলধন

উ: ঘ

২৩. কোনটি মূলধনের জোগানের নির্ধারক?
ক) সঞ্চয় খ) ভোগ
গ) বিনিয়োগ ঘ) জাতীয় আয়

উ: ক

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

২৪. মূলধন ব্যবহার করার জন্য মূলধন ব্যবহারকারী মূলধন দাতাকে কী প্রদান করে?
ⓚ খাজনা ⓚ মজুরি
ⓖ সুদ ⓖ মুনাফা
উ: ⓖ

২৫. ব্যবসায়ের দৈনন্দিন কার্যাবলি পরিচালনার জন্য কী ব্যবহার করা হয়?
ⓚ স্থায়ী মূলধন ⓚ চলতি মূলধন
ⓖ সংরক্ষণ তহবিল ⓖ ব্যাংক তহবিল
উ: ⓚ

২৬. নিচের কোনটি ভবিষ্যৎ আয়ের উৎস হিসেবে কাজ করে?
ⓚ যন্ত্রপাতি ⓚ বিনিয়োগ
ⓖ ভূমি ⓖ মূলধন
উ: ⓖ

প্রথম পত্র
অধ্যায় ৭

সংগঠন

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

☑ সংগঠন শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ– Organization.
☑ ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন হলো– উৎপাদনের ৪টি উপাদান।
☑ ভূমি, শ্রম ও মূলধনকে একত্র করে তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই হলো– সংগঠন।
☑ সরকারি মালিকানায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানই হলো– সরকারি প্রতিষ্ঠান।
☑ সরকারি প্রতিষ্ঠান– দুই প্রকার।
☑ ব্যাংক-বিমা, কলকারখানা ইত্যাদি হলো– সরকারি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান।
☑ সরকারি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হলো– ডাক বিভাগ, টেলিভিশন, রেলওয়ে, বিদ্যুৎ ইত্যাদি।
☑ ব্যক্তি উদ্যোগে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানকে বলে– বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।
☑ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য– মুনাফা অর্জন।
☑ ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা যে নীতির পক্ষে– বেসরকারিকরণ।
☑ মালিকানার প্রকৃতি, গঠন পদ্ধতি ও কার্যক্রমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান– ৪ প্রকার।
☑ কিছু লোক স্বেচ্ছায় একত্র হয়ে কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে তাকে বলে– সমবায় প্রতিষ্ঠান।
☑ "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে মোরা পরের তরে" যে ধরনের প্রতিষ্ঠানের মূলনীতি– সমবায় প্রতিষ্ঠান।
☑ যে ধরনের কারবার পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করে– সমবায় কারবার।
☑ যে ধরনের কারবারে মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রাধান্য লোপ পায়– সমবায় কারবার।
☑ যে সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান সরকার নিজে পরিচালনা করে তাকে বলে– রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান।
☑ বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক– ৬টি।
☑ যে সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সরকার প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে না বরং প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হয় তাকে বলে– স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।
☑ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ– পরোক্ষ।
☑ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ হলো– পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, নির্বাচন কমিশন, পি.এস.সি.।
☑ যে সকল প্রতিষ্ঠানের মালিক একজন তাকে বলে– একক মালিকানার কারবার।
☑ দুই বা ততোধিক ব্যবসায়ী স্বেচ্ছায় মিলিত হয়ে কোনো কারবার খুললে তাকে বলে– অংশীদারি কারবার।
☑ সাধারণ অংশীদারি কারবারের সদস্য সংখ্যা– ২-২০ জন।
☑ ব্যাংকিং অংশীদারি কারবারে সদস্য থাকে– ২-১০ জন।
☑ কিছু সংখ্যক লোক একত্রে কারবার শুরু করলে তাকে বলে– যৌথ মূলধনি কারবার।
☑ যৌথ মূলধনি কারবার– ২ প্রকার।
☑ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির মালিকের সংখ্যা– ২-৫০ জন।
☑ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মালিক সংখ্যা– সর্বনিম্ন ৭ জন হতে সর্বাধিক যে কোনো সংখ্যা।
☑ বিপুল পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করে উৎপাদন করলে তাকে বলে– বৃহদায়তন শিল্প।
☑ স্বল্প মূলধন নিয়োগ করে উৎপাদন করাকে বলে– ক্ষুদ্রায়তন শিল্প।
☑ স্টক একচেঞ্জ দ্বারা যে শেয়ার বেচাকেনা হয় তাকে বলে– শেয়ার বাজার।
☑ যেটি শেয়ার বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে– স্টক এক্সচেঞ্জ।
☑ শেয়ার লেনদেনকারী ফার্মকে বলে– ব্রোকারেজ হাউস।
☑ সংগঠককে 'Captain of the industry' বলে অভিহিত করেন– অধ্যাপক মার্শাল।
☑ ফরাসি শব্দ 'Enterprendre' এর বাংলা প্রতিশব্দ– সংগঠক।
☑ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এর তথ্য মতে বাংলাদেশে, এনজিও সংখ্যা– ২৬২০ টি।
☑ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের অধীনস্থ একটি বিভাগ, যা প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৯০ সালে।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণগুলোর সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠানকে কী বলে?
ⓚ সংগঠন ⓚ প্রতিষ্ঠান
ⓖ উদ্যোক্তা ⓖ সমন্বয়ক
উ: ⓚ

০২. নিচের কোনটি সরকারি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান?
ⓚ ডাক বিভাগ ⓚ টেলিভিশন
ⓖ বিদ্যুৎ ⓖ ব্যাংক
উ: ⓖ

০৩. বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য কী?
ⓚ সেবা করা ⓚ মুনাফা অর্জন
ⓖ সরকারি প্রতিষ্ঠানকে নস্যাৎ করা ⓖ কোনোটিই নয়
উ: ⓚ

০৪. বেসরকারি মালিকানা কোন অর্থ ব্যবস্থার নীতি?
ⓚ সমাজতান্ত্রিক ⓚ ধনতান্ত্রিক
ⓖ মিশ্র ⓖ সবগুলোই
উ: ⓚ

০৫. মালিকানা ও গঠন পদ্ধতি অনুসারে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কয় রকম?
ⓚ তিন রকম ⓚ চার রকম
ⓖ পাঁচ রকম ⓖ ছয় রকম
উ: ⓚ

০৬. বিশ্ববিদ্যালয় কী ধরনের প্রতিষ্ঠান?
ⓚ একক মালিকানার ⓚ সরকার নিয়ন্ত্রিত
ⓖ স্বায়ত্তশাসিত ⓖ সমবায় প্রতিষ্ঠান
উ: ⓖ

০৭. 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে মোরা পরের তরে' কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানের মূলনীতি?
ⓚ সমবায় প্রতিষ্ঠান ⓚ সরকারি প্রতিষ্ঠান
ⓖ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ⓖ ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান
উ: ⓚ

০৮. সমবায় কারবারের মালিক কয়জন?
ⓚ ১ জন ⓚ ২ জন
ⓖ ৩ জন ⓖ সকল সদস্যই
উ: ⓖ

০৯. কোন ধরনের কারবারে মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রাধান্য লোপ পায়?
ⓚ পুঁজিবাদী কারবার ⓚ সমবায় কারবার
ⓖ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ⓖ একমালিকানার কারবার
উ: ⓚ

১০. একক মালিকানার কারবারের সুবিধা কোনটি?
ⓚ গোপনীয়তা রক্ষা ⓚ মূলধনের অভাব
ⓖ একক ঝুঁকি বহন ⓖ বৃহদায়তন উৎপাদন অনুপযোগী
উ: ⓚ

CamScanner

১১. ব্যাংকিং ক্ষেত্রে অংশীদারি কারবারের সদস্য সংখ্যা কত?
ⓚ ১-১০ জন ⓛ ২-১০ জন
ⓜ ১-২০ জন ⓝ ২-২০ জন উ: ⓛ

১২. যৌথ মূলধনি কারবার কয় ধরনের হতে পারে?
ⓚ দুই ⓛ তিন
ⓜ চার ⓝ পাঁচ উ: ⓚ

১৩. শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম কী?
ⓚ ব্রোকার হাউস ⓛ স্টক এক্সচেঞ্জ
ⓜ সরকার ⓝ কোম্পানি নিজে উ: ⓛ

১৪. ব্যবসায় বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন কে?
ⓚ মালিক ⓛ উদ্যোক্তা
ⓜ শ্রমিক ⓝ প্রশাসন উ: ⓛ

১৫. উৎপাদনের কর্মকাণ্ডের সকল প্রকার ঝুঁকি বহন করে?
ⓚ মালিক ⓛ উদ্যোক্তা
ⓜ শ্রমিক ⓝ সরকার উ: ⓛ

১৬. Entrepreneur কোন শব্দ থেকে এসেছে?
ⓚ গ্রিক শব্দ ⓛ ফরাসি শব্দ
ⓜ ল্যাটিন শব্দ ⓝ হিব্রু শব্দ উ: ⓛ

১৭. সংগঠনের সবচেয়ে প্রাচীন রূপ কোনটি?
ⓚ একমালিকানা ⓛ অংশীদারি
ⓜ যৌথ মূলধনি ⓝ এনজিও উ: ⓚ

১৮. একমালিকানা সংগঠন বা কারবারে সদস্য কতজন থাকে?
ⓚ ১ জন ⓛ ২ জন
ⓜ ৩জন ⓝ ৪ জন উ: ⓚ

১৯. কোন কারবারের আইনগত অস্তিত্ব নেই?
ⓚ একমালিকানা ⓛ অংশীদারি
ⓜ সমবায় ⓝ যৌথ মূলধনি উ: ⓚ

২০. বাংলাদেশে অংশীদারি সংগঠন কোন সালের আইন দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হয়?
ⓚ ১৯১০ ⓛ ১৯৩০
ⓜ ১৯৩২ ⓝ ১৯৯৫ উ: ⓜ

২১. অংশীদারি ব্যবসা সৃষ্টি হয় কীসের মাধ্যমে?
ⓚ অর্থের মাধ্যমে ⓛ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে
ⓜ চুক্তির মাধ্যমে ⓝ বন্ধুত্বের মাধ্যমে উ: ⓜ

২২. সকল অংশীদার কর্তৃক স্বাক্ষরিত দলিলকে কী বলা হয়?
ⓚ সংঘবিধি ⓛ উপবিধি
ⓜ চুক্তিপত্র ⓝ সংঘ স্মারক উ: ⓜ

২৩. দেশের কোম্পানি আইন অনুযায়ী কোন কারবারকে অবশ্যই নিবন্ধিত হতে হবে?
ⓚ একক মালিকানা ⓛ অংশীদারি
ⓜ যৌথ মূলধনি ⓝ রাষ্ট্রীয় মালিকানা উ: ⓜ

২৪. যৌথ মূলধনি কারবার প্রথম কোথায় চালু হয়?
ⓚ ব্রিটেনে ⓛ আমেরিকায়
ⓜ ফ্রান্সে ⓝ জার্মানে উ: ⓚ

২৫. বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম এনজিওর নাম কী?
ⓚ ব্র্যাক ⓛ কেয়ার
ⓜ কারিতাস ⓝ আশা উ: ⓚ

প্রথম পত্র

অধ্যায় ৮

খাজনা

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ☑ সাধারণ অর্থে খাজনা বলতে বোঝায়- ভূমির জন্য ভূমির মালিককে প্রদেয় অর্থ।
- ☑ ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য তার মালিককে যা প্রদান করা হয়- খাজনা।
- ☑ 'ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে যে আয় হয় তাকে খাজনা বলে'। উক্তিটি- অধ্যাপক মার্শালের।
- ☑ "ভূমির আদি ও অক্ষয় শক্তি ব্যবহারের জন্য উৎপাদনের যে অংশ ভূমির মালিককে দেওয়া হয় তাকে খাজনা বলে"। বলেছেন- ডেভিড রিকার্ডো।
- ☑ আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মতে, খাজনা হলো- উদ্বৃত্ত আয়।
- ☑ খাজনার উদ্ভবের কারণ-জমির অস্থিতিস্থাপকতা।
- ☑ খাজনা- ২ প্রকার।
- ☑ খাজনা তত্ত্বের জনক- ডেভিড রিকার্ডো।
- ☑ শুধু জমি ব্যবহারের জন্য যে খাজনা দেওয়া হয় তাকে কী বলে- নিট খাজনা।
- ☑ নিট খাজনার অন্য নাম- অর্থনৈতিক খাজনা।
- ☑ জমির মালিক কোনো পরিশ্রম ছাড়াই অতিরিক্ত যে আয় করে তাকে বলে- অনুপার্জিত আয়।
- ☑ মানুষের তৈরি উৎপাদনের সাজ-সরঞ্জাম ও মূলধন দ্রব্যসামগ্রী হতে স্বল্পকালে যে আয় পাওয়া যায় তাকে বলে- নিম খাজনা বা উপ-খাজনা।
- ☑ নিম খাজনার প্রবর্তক- অধ্যাপক মার্শাল।
- ☑ খাজনাকে উৎপাদকের উদ্বৃত্ত বলেছেন- ডেভিড রিকার্ডো।
- ☑ প্রান্তিক জমির খাজনা- শূন্য হয়।
- ☑ অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট জমির খাজনা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমির খাজনা অপেক্ষা- বেশি।
- ☑ খাজনা হলো- দামের ফল।
- ☑ 'খাজনা উৎপাদন ব্যয়ের অংশ' কোন অর্থনীতিবিদদের ধারণা- আধুনিক অর্থনীতিবিদ।
- ☑ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে- খাজনা বাড়ে।
- ☑ জনসংখ্যা হ্রাস পেলে- খাজনা হ্রাস পায়।
- ☑ মানবসৃষ্ট যন্ত্রপাতির স্বল্পকালীন নিট আয়কে বলে- উপ-খাজনা।
- ☑ নিট খাজনা হলো- মোট খাজনার একটি অংশ।
- ☑ নিট খাজনাকে অন্য যে নামে ডাকা যায়- বিশুদ্ধ খাজনা।
- ☑ "খাজনা হলো উৎপাদন খরচের উদ্বৃত্ত আয়", ধারণাটি- ডেভিড রিকার্ডোর।
- ☑ বিনিয়োগ ছাড়া ভূমির মূল্য বৃদ্ধিকে বলা হয়- অনুপার্জিত আয়।
- ☑ মোট খাজনা = জমির বিশুদ্ধ খাজনা + মূলধনের সুদ + শ্রমের মজুরি + ঝুঁকি গ্রহণের জন্য মুনাফা।
- ☑ নিম খাজনা = মোট আয় (TR) - মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC) বা, নিম খাজনা = AR – AVC
- ☑ নিম খাজনার প্রবর্তক- অধ্যাপক মার্শাল।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. জমি, গাড়ি, বাড়ি প্রভৃতি ব্যবহারের জন্য মালিককে যে অর্থ দেওয়া হয় তাকে কী বলে?
ⓚ ভাড়া ⓛ ইজারা
ⓜ খাজনা ⓝ দান উ: ⓜ

CamScanner

০২. অর্থনীতিক খাজনা কী?
ⓚ শুধু জমির জন্য প্রদেয় টাকা
ⓚ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের জন্য প্রদেয় টাকা
ⓖ ভূমি ভিন্ন অন্য সম্পদ ব্যবহারের জন্য প্রদেয় টাকা
ⓖ কোনোটিই সঠিক নয়
উ: খ

০৩. 'ভূমির আদি ও অক্ষয় শক্তি ব্যবহারের জন্য উৎপাদনের যে অংশ ভূমির মালিককে দেওয়া হয় তাকে খাজনা বলে।' উক্তিটি কে করেছেন?
ⓚ রিকার্ডো ⓚ মার্শাল
ⓖ এল রবিন্স ⓖ অমর্ত্যসেন
উ: ক

০৪. খাজনার উদ্ভবের কারণ কোনটি?
ⓚ জমির অপ্রতিস্থাপনতা ⓚ জমির উর্বরতার পার্থক্য
ⓖ জমির অবস্থানগত পার্থক্য ⓖ সবগুলোই
উ: ঘ

০৫. খাজনা কয় প্রকার?
ⓚ ২ প্রকার ⓚ ৩ প্রকার
ⓖ ৪ প্রকার ⓖ ৫ প্রকার
উ: ক

০৬. মোট খাজনার একটি অংশ হলো–
ⓚ চুক্তিবদ্ধ খাজনা ⓚ নিট খাজনা
ⓖ কোনোটিই নয় ⓖ সবগুলোই
উ: খ

০৭. মোট খাজনা থেকে শ্রমিকের মজুরি, মূলধনের সুদ, ঝুঁকি বহনের মুনাফা বাদ দিলে কী থাকে?
ⓚ চুক্তিবদ্ধ খাজনা ⓚ অনিয়মিত খাজনা
ⓖ নিট খাজনা ⓖ কোনোটিই নয়
উ: গ

০৮. অর্থনৈতিক খাজনা কোনটি?
ⓚ মোট খাজনা ⓚ চুক্তিবদ্ধখাজনা
ⓖ নিট খাজনা ⓖ সবগুলোই
উ: গ

০৯. শুধু জমির জন্য প্রদেয় খাজনাকে কী বলে?
ⓚ ইজারা ⓚ মোট খাজনা
ⓖ চুক্তিবদ্ধ খাজনা ⓖ নিট খাজনা
উ: ঘ

১০. স্বল্প মেয়াদে সীমাবদ্ধ জোগান বিশিষ্ট মনুষ্যসৃষ্ট কারখানা ও যন্ত্রপাতি হতে অর্জিত আয়কে কী বলে?
ⓚ অনুপার্জিত আয় ⓚ নিট খাজনা
ⓖ বিশুদ্ধ খাজনা ⓖ নিম্ন খাজনা
উ: ঘ

১১. মানব সৃষ্ট যন্ত্রপাতির স্বল্পকালীন আয়কে কী বলে?
ⓚ অনুপার্জিত আয় ⓚ অতিরিক্ত আয়
ⓖ উপ-খাজনা ⓖ স্বল্পকালীন আয়
উ: গ

১২. খাজনাকে উৎপাদকের উদ্বৃত্ত বলেছেন কে?
ⓚ ডেভিড রিকার্ডো ⓚ অধ্যাপক মার্শাল
ⓖ মিসেস রবিনসন ⓖ পলস্যামুয়েলসন
উ: ক

১৩. জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে খাজনার সম্পর্ক কেমন?
ⓚ সমমুখী ⓚ বিপরীতমুখী
ⓖ সম্পৃক্ততা নেই ⓖ কোনোটিই নয়
উ: ক

১৪. জনসংখ্যা কমে গেলে খাজনা–
ⓚ বাড়ে ⓚ কমে
ⓖ সমান থাকে ⓖ শূন্য হবে
উ: খ

১৫. নিট খাজনা মোট খাজনার কী রূপ?
ⓚ পরিবর্তক ⓚ অংশবিশেষ
ⓖ পরিপূরক ⓖ মধ্যে থাকেনা
উ: খ

প্রথম পত্র
অধ্যায় ৯

সামগ্রিক আয় ও ব্যয়

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের জনগণের বার্ষিক কর্মকাণ্ডের ফলে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য সামগ্রীর অর্থমূল্যকে কী বলে– জাতীয় আয়।
- জাতীয় আয়কে কয়টি দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত করা যায়– তিনটি।
- খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা যোগ করলে পাওয়া যায়– জাতীয় আয়।
- একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার মাপক– জাতীয় আয়।
- জাতীয় উৎপাদন অপেক্ষা আর্থিক জাতীয় আয় বেশি হলে– মুদ্রাস্ফীতি হয়।
- কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে চূড়ান্তভাবে যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদিত হয় তার সমষ্টিকে বলে– মোট জাতীয় উৎপাদন।
- মোট জাতীয় উৎপাদনকে সংক্ষেপে কী বলে– GNP।
- জাতীয় আয় থেকে মোট পরোক্ষকর বাদ দিলে পাওয়া যায়– ব্যয় যোগ্য আয়।
- মোট জাতীয় আয় থেকে ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দিলে পাওয়া যায়– নিট জাতীয় আয়।
- নিট জাতীয় উৎপাদনের অর্থমূল্যকে বলে– নিট জাতীয় আয়।
- নিট জাতীয় আয়কে সংক্ষেপে বলে– NNI।
- বাংলাদেশে চাকরি ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়– আয় পদ্ধতিতে।
- মোট দেশজ উৎপাদনকে সংক্ষেপে বলা হয়– GDP।
- কোনো দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ধারিত হয়– নিট দেশজ উৎপাদন দ্বারা।
- প্রত্যেক ব্যক্তি স্বচেষ্টায় যে অর্থ আয় করে তাকে বলে– ব্যক্তিগত আয়।
- ব্যক্তিগত আয় থেকে বিভিন্ন কর বাদ দিলে পাওয়া যায়– ব্যয়যোগ্য আয়।
- জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি– ৩টি।
- দেশের সব লোকের আয় হিসাব করে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হলে তাকে বলে– আয় পদ্ধতি।
- ব্যয়ের সমষ্টি নিয়ে যে জাতীয় আয় নির্ণয় করা হয় তাকে বলে– ব্যয় পদ্ধতি।
- জমির জন্য প্রদেয় অর্থকে বলে– খাজনা।
- শ্রমের জন্য প্রদেয় অর্থকে বলে– মজুরি।
- মূলধনের জন্য প্রদেয় অর্থকে বলে– সুদ।
- সংগঠনের প্রাপ্য অর্থ হলো– মুনাফা।
- জাতীয় আয় একটি– দ্বিমুখী প্রবাহ।
- জাতীয় আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহের প্রবাহ– ২টি।
- উৎপাদনের উপাদানের পারিশ্রমিক যেমন হয়– প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার সমান।
- দ্রব্যের দাম হবে– প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার সমান।
- বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের উৎসগুলোকে যে কয়টি খাতে ভাগ করা হয়েছে– ১৫টি।
- মূলধন দ্রব্যের জন্য ব্যয়ের পরিমাণকে বলা হয়– বিনিয়োগ।
- আয় থেকে ভোগব্যয় বাদ দিলে থাকে– সঞ্চয়।
- সঞ্চয় হিসাব করার সূত্র– $s = y - c$।
- সঞ্চয়ের সমীকরণ হলো– $s = -২০ + ০.৮y$।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. জাতীয় আয়কে কয়টি দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত করা যায়?
ⓚ ২টি ⓚ ৩টি ⓖ ৪টি ⓖ ৫টি
উ: খ

০২. 'কোনো দেশের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের বার্ষিক প্রবাহের মোট অর্থমূল্যকে জাতীয় আয় বলে' উক্তিটি করেছেন–
ⓚ অধ্যাপক মার্শাল ⓚ অধ্যাপক পিগু
ⓖ অধ্যাপক স্যামুয়েলসন ⓖ অধ্যাপক ফিশার
উ: গ

CamScanner

০৩. 'জাতীয় আয় হচ্ছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হতে সংগৃহীত ব্যক্তিগত আয়ের সমষ্টি'-
ⓚ অধ্যাপক হ্যানসন ⓚ অধ্যাপক লিপসী
ⓖ অধ্যাপক মার্শাল ⓖ অধ্যাপক পিগু উ: ক

০৪. কোনো নির্দিষ্ট সময়ে জনগণের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলে একটি দেশে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্যের আর্থিক মূল্যের সমষ্টিকে কী বলে?
ক ব্যক্তিগত আয় খ ব্যয়যোগ্য আয়
গ জাতীয় আয় ঘ সঞ্চয় উ: গ

০৫. জাতীয় আয় অপেক্ষা আর্থিক জাতীয় আয় বেশি হলে কী হবে?
ক মুদ্রা সংকুচিত হবে খ মুদ্রাস্ফীতি হবে
গ বাণিজ্য ঘাটতি হবে ঘ কোনোটিই নয় উ: খ

০৬. মোট জাতীয় উৎপাদনকে সংক্ষেপে কী বলে?
ক GND খ GDP
গ GNP ঘ NNP উ: গ

০৭. মোট জাতীয় উৎপাদন থেকে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বাদ দিলে কী পাওয়া যায়?
ক শ্রম জাতীয় উৎপাদন খ নীট জাতীয় উৎপাদন
গ নিট দেশজ উৎপাদন ঘ মোট দেশজ উৎপাদন উ: খ

০৮. মোট দেশজ উৎপাদনকে সংক্ষেপে বলে-
ক GNP খ GDP
গ NNP ঘ GPP উ: খ

০৯. উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু রাখার জন্য মূলধন সামগ্রীর যে ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় হয় তাকে কী বলে?
ক ক্ষতি খ মূলধনের এলাউন্স
গ অপ্রত্যাশিত ক্ষয় ঘ ভোগ বিরতির ক্ষতি উ: খ

১০. ব্যক্তিগত আয় হতে প্রত্যক্ষ কর বাদ দিলে কী পাওয়া যায়?
ক নিট আয় খ মোট আয়
গ পরোক্ষ আয় ঘ ব্যয়যোগ্য আয় উ: ঘ

১১. কোনটি হস্তান্তরযোগ্য পাওনা?
ক কর্মচারীর বেতন খ নার্সের সেবা
গ শ্রমিকের পাওনা ঘ বেকার ভাতা উ: ঘ

১২. কোনটি হস্তান্তরযোগ্য পাওনা নয়?
ক অবসর ভাতা খ বেকার ভাতা
গ ভিক্ষুকের আয় ঘ কর্মচারীর বেতন উ: ঘ

১৩. যে সকল আয়ের সাথে কোন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সংশ্লিষ্টতা নেই তাকে কী বলে?
ক অপ্রকৃত আয় খ ব্যয়যোগ্য আয়
গ হস্তান্তরযোগ্য পাওয়া ঘ কোনোটিই নয় উ: গ

১৪. জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি কয়টি?
ক দুইটি খ তিনটি
গ চারটি ঘ পাঁচটি উ: খ

১৫. উৎপাদন ক্ষেত্রে মূলধনের জন্য প্রদেয় অর্থকে কী বলে?
ক খাজনা খ মুনাফা
গ সুদ ঘ মজুরি উ: গ

১৬. উৎপাদন ক্ষেত্রে সংগঠনের প্রাপ্য অংশ কী নামে পরিচিত?
ক মুনাফা খ খাজনা
গ সুদ ঘ মজুরি উ: ক

১৭. জাতীয় আয়ের বৃত্তাকারে প্রবাহের প্রবাহ কয়টি?
ক দুইটি খ তিনটি
গ চারটি ঘ পাঁচটি উ: ক

১৮. উৎপাদনের উপাদানের পারিশ্রমিক তার প্রান্তিক উৎপাদনের-
ক চেয়ে বেশি খ সমান হয়
গ চেয়ে কম হয় ঘ কোনোটিই নয় উ: খ

১৯. 'প্রত্যেক দ্রব্যের উৎপাদন বিভিন্ন উৎপাদনের যুক্ত প্রচেষ্টার ফল' বলেছেন-
ক এ্যাডাম স্মিথ খ অধ্যাপক মার্শাল
গ টাউজিগ ঘ অমর্ত্য সেন উ: গ

২০. বাংলাদেশে জাতীয় আয় নির্ণয়ে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়?
ক আয় পদ্ধতি খ উৎপাদন পদ্ধতি
গ ব্যয় পদ্ধতি ঘ ক + খ উ: ঘ

২১. বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের উৎসগুলোকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে?
ক ১০টি খ ৫টি
গ ১৫টি ঘ ২০টি উ: গ

২২. দেশজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় কোনটি?
ক ভৌগোলিক সীমানা খ জাতীয়তা
গ প্রাকৃতিক সম্পদ ঘ খনিজ সম্পদ উ: ক

২৩. কী বাড়লে আয় বাড়ার দরুন সরকারি ব্যয় বাড়ে?
ক কর খ ব্যয়
গ উৎপাদন ঘ সঞ্চয় উ: ক

২৪. সরকারি ব্যয় বিবেচিত হয় কয় খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে?
ক দুই খাত খ তিন খাত
গ চার খাত ঘ পাঁচ খাত উ: খ

প্রথম পত্র
অধ্যায় ১০

মুদ্রা ও ব্যাংক

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

☑ সাধারণ কথায় অর্থ- বিনিময়ের মাধ্যমে।
☑ "অর্থকে কেন্দ্র করেই অর্থনৈতিক জগৎ আবর্তিত হয়" উক্তিটি করেছেন- অধ্যাপক মার্শাল।
☑ "অর্থের কাজ দ্বারাই অর্থের পরিচয় পাওয়া যায়"বলেছেন- অর্থনীতিবিদ ওয়াকার।
☑ বাজারে প্রচলিত ধাতব ও কাগজে নোটের সমষ্টিকে বলে- মুদ্রা।
☑ ব্যাংকে রক্ষিত টাকা যা আমানতকারী চাওয়া মাত্র পায় তাকে বলে- চাহিদা আমানত।
☑ অর্থ সরবরাহের মূল উপাদান- তিনটি। ☑ অর্থের মূল্য কী- অর্থের ক্রয় ক্ষমতা।
☑ "অর্থ যা করে তাই অর্থের মূল্য" বলেছেন- হ্যানসন।
☑ অর্থের মূল্যের সাথে দামস্তরের সম্পর্ক- বিপরীতমুখী।
☑ অর্থের মূল্য পরিমাপ করার জন্য যে বিশেষ সংখ্যাবাচক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাকে বলে- সূচক।
☑ অর্থের মূল্য কীসের ওপর নির্ভরশীল- পণ্যসামগ্রীর দাম।
☑ কয়েকটি বিশেষ দ্রব্যের দামের গড়কে বলে- দামস্তর।
☑ অর্থের মূল্য পরিবর্তনের পরিমাণ পরিমাপ করার জন্য বিশেষভাবে সাজানো মূল্যস্তরকে বলে- সূচকসংখ্যা।
☑ অর্থের জোগান বাড়লে এর মূল্য- কমে।
☑ অর্থের চাহিদা কীসের ওপর নির্ভর করে- দ্রব্যের জোগান।
☑ অর্থ হলো- বিনিময়ের মাধ্যম।
☑ অর্থের জোগান অর্ধেক হলে অর্থের মূল্য- দ্বিগুণ হয়।
☑ অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের ফিশারীয় সমীকরণটি হলো- $PT = MV + M'V'$

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- অর্থের মূল্য পরিবর্তন– অর্থের ক্রয় ক্ষমতার পরিবর্তন।
- অর্থের জোগান উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর তুলনায় অধিক হয় তবে তাকে বলে– মুদ্রাস্ফীতি।
- "ক্রয় ক্ষমতার অস্বাভাবিক পরিমাণ বৃদ্ধিকেই মুদ্রাস্ফীতি বলে" উক্তিটি যার– অধ্যাপক ক্রোথার।
- "বাজারে যে পরিমাণ ক্রয়ক্ষমতা চালু রয়েছে সে তুলনায় যদি যথেষ্ট পরিমাণ দ্রব্যের জোগান না বাড়ে তাহলে দ্রব্যমূল্যের গতি ঊর্ধ্বমুখী হয়ে মুদ্রাস্ফীতি ঘটতে থাকে" বলেছেন– অধ্যাপক স্যামুয়েলসন।
- মুদ্রার জোগান দ্রব্যের যোগান অপেক্ষা কম হলে তাকে বলে– মুদ্রা সংকোচন।
- "মুদ্রাসংকোচন বলতে এমন অবস্থা বুঝায় যখন অধিকাংশ দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পেতে থাকে" বলেছেন– স্যামুয়েলসন।
- মুদ্রা সংকোচনের মূল কারণ– চাহিদার ঘাটতি।
- Inflation শব্দের অর্থ কী– মুদ্রাস্ফীতি।
- "মুদ্রাস্ফীতি এরূপ একটি অবস্থা যেখানে অর্থের মূল্য ক্রমাগত হ্রাস পায় এবং দ্রব্যের দাম ক্রমশ বৃদ্ধি পায়" উক্তিটি যার– জর্জ ক্রাউথার।
- মুদ্রাস্ফীতির কারণ– অর্থের জোগান বৃদ্ধি।
- ATM- Automated Teller Machine.
- মোবাইল ব্যাংকিং যে ৩টি কার্য সম্পাদন করে– হিসাব নিরীক্ষা, মধ্যস্থতা সাধন এবং আর্থিক তথ্যসেবা।
- দেশের আর্থিক লেনদেন পরিচালনার জন্য যেসব আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্বল্পমেয়াদি ঋণের কারবার করে তাকে বলে– মুদ্রা বাজার বা আর্থিক বাজার।
- মুদ্রা বাজারে মুদ্রার লেনদেন কীসের ভিত্তিতে হয়– হস্তান্তরযোগ্য তহবিল।
- "বিভিন্ন ফার্ম ও প্রতিষ্ঠান যারা প্রায় মুদ্রা নিয়ে লেনদেন করে তাদের সমষ্টিকে মুদ্রা বাজার বলে" উক্তিটি– জর্জ ক্রাউথারের।
- যে বাজার দীর্ঘকালীন ঋণ তহবিলের কারবার পরিচালনা করে তাকে বলে– মূলধন বাজার।
- যে বাজার স্বল্পকালীন ঋণের তহবিল নিয়ে আলোচনা করে– মুদ্রা বাজার।
- দীর্ঘকালীন ঋণের তহবিল নিয়ে আলোচনা করে– মূলধন বাজার।
- ঋণের মাধ্যমে লেনদেনের ভিত্তি কয়টি– তিনটি।
- ঋণের উৎস– ২টি।
- ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস– ব্যাংক, NGO
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত ঋণের উৎসকে বলে– অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস।
- ব্যাংক কী– ঋণের কারবারি।
- যে ব্যাংক কৃষকদের ঋণ দেয় তাকে বলে– কৃষি ব্যাংক।
- যে ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যের দেনা-পাওনা হিসাব করে তাকে বলে– বিনিময় ব্যাংক।
- সুদমুক্ত ব্যাংক হিসাবে পরিচিত– ইসলামী ব্যাংক।
- গঠন অনুসারে ব্যাংক– ২ প্রকার।
- যে ব্যাংকের একটি মাত্র শাখা থাকে তাকে বলে– একক ব্যাংক।
- যে ব্যাংকের একাধিক শাখা আছে তাকে বলে– শাখা ব্যাংক।
- দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থানকারী ব্যাংক– কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
- "কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো ঋণদানের শেষ আশ্রয় স্থল" উক্তিটি করেন– অধ্যাপক হট্রে।
- "কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের জন্য দেশের প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে" যার উক্তি– আর.পি.কেন্ট।
- নোট প্রচলন করে যে ব্যাংক– কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
- যে ব্যাংক অর্থের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে– কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংককে কী বলা হয়– নিকাশ ঘর।
- কোন ব্যাংক হুন্ডি বাট্টা করে– বাণিজ্যিক ব্যাংক।
- যে ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর করা যায়– বাণিজ্যিক ব্যাংক।
- যে ব্যাংক মূলধন গঠনে সহায়তা করে– বাণিজ্যিক ব্যাংক।
- বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কী– বাংলাদেশ ব্যাংক।
- বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করে– ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের সদস্য– ৯ জন।
- সারাদেশে বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট শাখা কয়টি– ১০টি।
- বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর– আহসান এইচ মনসুর।
- বাংলাদেশে কৃষিঋণ প্রদানের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান– কৃষি ব্যাংক।
- কোন ব্যাংক জামানত ছাড়াই ঋণ প্রদান করে– গ্রামীণ ব্যাংক।
- উন্নত দেশে বিমাকে কী হিসেবে গণ্য করে– Economic Friend.

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. কেইনসীয় অর্থশাস্ত্র কোন সময়ের রচনা?
ক) বিশ শতকের খ) আঠার শতকের
গ) উনিশ শতকের ঘ) একুশ শতকের
উ: ক

০২. টাকার বিনিময় মূল্য বাড়লে রপ্তানি–
ক) বাড়ে খ) কমে
গ) অপরিবর্তিত থাকে ঘ) কোনোটাই না
উ: খ

০৩. অর্থ সরবরাহ কে করে?
ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংক খ) বাণিজ্যিক ব্যাংক
গ) সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঘ) সরকার
উ: ক

০৪. ঋণের কারবারি বলা হয় কোনটিকে?
ক) মহাজন খ) আত্মীয়স্বজন
গ) ব্যাংক ঘ) ব্যবসায়ী
উ: গ

০৫. স্বল্পকালীন ঋণের তহবিল নিয়ে আলোচনা করে কোন বাজার?
ক) মুদ্রা বাজার খ) মূলধন বাজার
গ) ব্যাংক বাজার ঘ) অনুষ্টি বাজার
উ: ক

০৬. ঋণের উৎস কয়টি?
ক) ২টি খ) ৩টি
গ) ৪টি ঘ) ৫টি
উ: ক

০৭. ঋণের মাধ্যমে লেনদেনের ভিত্তি কয়টি?
ক) ২টি খ) ৩টি
গ) ৪টি ঘ) ৫টি
উ: খ

০৮. কোনটি ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস নয়?
ক) মহাজন খ) ব্যাংক
গ) NGO ঘ) কৃষি ব্যাংক
উ: ক

০৯. ব্যাংক কী?
ক) আমানত গ্রহণকারী খ) ঋণ প্রদানকারী
গ) ক + খ ঘ) কোনোটিই নয়
উ: গ

১০. কোন ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে?
ক) বাণিজ্যিক ব্যাংক খ) সমবায় ব্যাংক
গ) কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঘ) বিমা
উ: গ

১১. কোনটি সুদমুক্ত ব্যাংক হিসেবে পরিচিত?
ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংক খ) বাণিজ্যিক ব্যাংক
গ) ইসলামী ব্যাংক ঘ) সমবায় ব্যাংক
উ: গ

১২. বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) ১৯৭২ সাল খ) ১৯৭৩ সাল
গ) ১৯৯২ সাল ঘ) ১৯৯৫ সাল
উ: ক

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner